জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রাত লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৯শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 15th Sept. 1954 | ১৮শ সংখ্যা

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৭ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস ঃ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

হেনা করেঙ্গা, তেনা করেঙ্গা, না পারেঙ্গা তো চিমটি কাটেঙ্গা

—•—

আমরা সাত বৎসর হইল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের সুখের অবধি নাই। খাদ্যে ভেজাল, ঔষধে ভেজাল, রোগীর পথ্যে ভেজাল; ভেজাল ছাড়া কিছু মিলে না। খাদ্যে ও ঔষধ পথ্যে ভেজাল মিশানো আর নরহত্যা করা প্রায় একই রকম অপরাধ। এই অপরাধ নিবারক আইন আমাদের দেশে ছিল না। যদিও আমরা স্বাধীন হইবার আগে আশা পাইয়াছিলাম—নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার আসনে আসীন হইয়া এই সব ভেজালওয়ালাদের ধরিয়া ধরিয়া ফাঁসি কাঠে ঝুলাইবেন। চোরাকারবারী ও ভেজালওয়ালারা বুক উঁচু করিয়া চলিয়াছে, চোরাকারবার আইন আর ভেজাল নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করার জন্য দেশে কত সভা হইল, কত আলোচনা হইল। কেন এত দিন এই আইন পাশ হইল না এর উত্তর কে দিবে?

কেন্দ্রীয় সরকার এই সাত বৎসর বাদে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করিয়াছেন—এক বৎসর জেল অথবা দুই হাজার টাকা জরিমানা। ভেজালদাতারা বুঝিয়াছিল না জানি কি শাস্তি হইবে! বেচারীরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এখন মনে মনে স্থির করিল—দুই হাজার টাকা সরাইয়া রাখিয়া এস্তার ভেজাল চালাও, লাখ লাখ রুপেয়া কামাও। কুচ পরোয়া নাহি।

ঠিক ভেজাল না হইলেও, এক জিনিসের নাম করিয়া আর এক জিনিস বিক্রয়ের একটা দৃষ্টান্ত বহুদিন হইতে চলিতেছে, এখনও চলিতে থাকিবে। সে দরজা সরকার খুলিয়া দিলেন। সাগু ভারতে জন্মায় না; পিনাং এবং সিঙ্গাপুর হইতে আসিত। যুদ্ধের সময় সাগুর সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। মাদ্রাজ সালেমে টাপিওকা নামে আমাদের দেশের শক্করকন্দ আলুর মত এক প্রকার বস্তু জন্মে। যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে সাগুদানার মত গোল গোল দানায় পরিণত করা যায়, বাজারে এই টাপিওকার কৃত্রিম দানাই সাগু বলিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে।

কলিকাতার পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ কিছু দিন আগে ৪০ লক্ষ টাকায় সাগুদানা নামক টাপিওকা ধরিয়া আটক করিয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে কোটি কোটি টাকার এই সাগুরূপী টাপিওকা বিক্রয় হইয়া কত রোগীর সাগু নামক পথ্যের সাধ মিটাইয়া জীবন বিপন্ন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মাদ্রাজ প্রদেশের সালেমে ৪০টি কারখানায় বৎসরে ১৯৫০০ টন এই কৃত্রিম সাগুদানা তৈরী হইয়া থাকে। ইহার বাজার দর প্রায় ১২ কোটি টাকা। টেরিফ বোর্ড রিপোর্টে জানা যায় এই টাপিওকার দর ২৫ পাউণ্ড ৩৲ টাকার কম, অর্থাৎ প্রায় ৯৲ টাকা মণ। কলিকাতায় বিক্রয় মূল্য ২০০৲ টাকা মণ। এই হিসাবে প্রস্তুতকারকদের লাভ। পুলিশের ডেপুটি কমিশনর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই টাপিওকা ধরিয়াছিলেন, কর্পোরেশনের মেয়রও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল টাপিওকা ব্যবসায়ীর তদ্বিরের গুণে সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—এই ৪০ লক্ষ টাকার টাপিওকার দানা তাহার মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। এইবার এই সকল সাধু ব্যবসায়ীরা অবাধে সাগু বলিয়া এই টাপিওকা দানা রোগীর পথ্যরূপে চালাইলে কে রোধিতে পারে! টাপিওকা যদি খাদ্যবস্তুই হয় তবে তাকে যন্ত্রের সাহায্যে সাগুদানার মত আকার ধারণ করা হয় কেন? দানা তৈরী করাই তো দুরভিসন্ধি।

"সরকার মারিলে মারিতে পারে
কাটিলে কে করে মানা।"

ভরসা চিকিৎসকগণ

ভগবান বন্যা দিয়াছেন, লোকের সর্ব্বনাশ হইলে, কে রোধিবে? ব্রহ্মপুত্র ডিব্রুগড় ভাঙ্গিতেছে, মানুষ নিরুপায়! সরকার সাগুদানার রূপ ধারণ করা দ্রব্য বাজারে চালু করায় বাধা না দিলে রোগীর একমাত্র ভরসা ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিম প্রভৃতি চিকিৎসকগণ। তাঁহারা যেন রোগীদের সাবধান করিয়া দেন—যতদিন বাজারে সত্যিকার সাগু না আমদানী হয়, ততদিন সাগুর মত দানাওয়ালা জিনিস যেন রোগীরা না খায়। ধার্ম্মিক দোকানদারগণ যেন এই ভেল সাগু আমদানী করিতে বিরত থাকেন। তাঁহাদেরও পুত্র পৌত্রাদি আছে, তাঁহারা যেন তাঁহাদেরই মত লোকের স্নেহের বাছাদের জন্য খাদ্য ভ্রমে অখাদ্য না কেনে, সে বিষয়ে খরিদ্দারকে সাবধান করিয়া দিয়া যেন পুণ্য অর্জ্জন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী গ্রহণ

রিটার্ণ দাখিলের ফরম বেসরকারীভাবে মুদ্রণ করা যাইতে পারে

ইতিপূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৯৫৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ নিয়মাবলীর ৬নং নিয়ম অনুসারে মধ্যস্বত্বভোগীদিগকে যে রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে তাহার ছাপান ফরম সকল সমাহার করণে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডারদের মারফত প্রতিখানা দুই পয়সা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতা নিবাসী বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর সুবিধার্থ কলিকাতার সমাহারকরণে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডারদের মারফতও এই ফরম বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বেসরকারীভাবে এই ফরম মুদ্রণে কোন আপত্তি নাই। তবে তাহা সরকার নির্দ্দেশিত ফরমের যথার্থ প্রতিলিপি হইতে হইবে, মুদ্রণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় হওয়া চাই এবং উহার প্রতি খানার দর যেন দুই পয়সার অধিক না হয়।

(প্রেসনোট)

সিনেমা নিয়ন্ত্রণ

নূতন আইনের প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমাগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্য বিধানসভার আগামী অধিবেশনে একটি বিল

উত্থাপন করা হইবে। বিলটি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৮ সালের চলচ্চিত্র আইনের যতটুকু পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে প্রযোজ্য এই নূতন আইন তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। বিলের বিধান অনুসারে কোন অঞ্চলে চলচ্চিত্র একমাত্র সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স বলে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা চলিবে। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে রচিত নিয়মাবলী যথেষ্টভাবে মানা হইয়াছে ও ঐরূপ প্রদর্শনী যাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য নির্দেশিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসকল অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া লাইসেন্স মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন না।

কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শনে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে বলিয়া দেখা গেলে রাজ্য সরকারের সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের এবং জেলাশাসকগণের মফঃস্বল অঞ্চলে তাহার প্রদর্শন মুলতুবী বা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা বিলে অর্পণ করা হইয়াছে।

এই ব্যবস্থার বিধান লঙ্ঘন করিলে ১,০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে এবং কোন অবিচ্ছিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধ যতদিন ধরিয়া চলিতে থাকিবে তাহার প্রতিদিনের জন্য ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত করিয়া অতিরিক্ত জরিমানা হইতে পারে।

রাজ্য সরকার কোন চলচ্চিত্রকে এই বিলের বিধানের বহির্ভূত করার অধিকার সংরক্ষিত রাখিয়াছেন। (প্রেসনোট)

বন্যাত্রাণকল্পে দান

কলিকাতার জোহরি বাজার ধর্ম্ম কান্ত সমিতি উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বিহারের বন্যাদুর্গত জনসাধারণের সাহায্যার্থ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে ৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। রাজ্যপাল এই টাকা ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতিকে প্রদান করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্য তিনটির রেড ক্রস সংগঠনের মারফত বন্যাদুর্গতদের ত্রাণকল্পে ব্যয় করার জন্যই ইহা করা হইয়াছে। (প্রেসনোট)

১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন সংশোধন

—•—

সম্প্রতি দুইটি অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) দ্বারা ১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধন দুইটির উদ্দেশ্য ছিল কোন জমি হইতে মালিক কর্তৃক বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ করা বর্গাদারকে সেই জমি তাঁহার চাষে প্রত্যর্পণের নির্দেশদানের ক্ষমতা মহকুমা শাসক বা তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীকে অর্পণ, এইরূপ উচ্ছেদকে দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত করা এবং কোন জমিতে বর্গাদারের চাষ অবসান করার জন্য কোন পর্ষদ বা কোন আপীল কর্ম্মচারীর আদেশ যে সময়ের মধ্যে কার্য্যকর করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন এই ব্যবস্থাগুলি স্থায়ী ভাবে আইন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে রাজ্য বিধানসভার আগামী অধিবেশনে নূতন একটি বিল উত্থাপন করা হইতেছে। (প্রেসনোট)

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ

রিটার্ণ দাখিলের মেয়াদ ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত

—•—

১৯৫৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ নিয়মাবলীর ৬ (১) নং নিয়ম অনুসারে সমাহর্ত্তাগণ মধ্যস্বত্বাধিকারীদের যে রিটার্ণ দাখিল করিতে বলিয়াছেন তাহা দাখিলের জন্য মধ্যস্বত্বাধিকারীদের আরও সময় দেওয়া দরকার বলিয়া সরকারের নিকট উপরোধ জানান হইয়াছে। সরকার তদনুসারে রিটার্ণ দাখিলের মেয়াদ ১৯৫৪ সালের ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া একটি সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য সমাহর্ত্তাগণকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মেয়াদ আর বাড়ান হইবে না। বন্যাপ্লাবিত জেলাসমূহে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে ইতিপূর্ব্বেই মেয়াদ বাড়ান হইয়াছে।

(প্রেসনোট)

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ-বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে

নাট্যাভিনয়

আগামী ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকায় জঙ্গিপুর কলেজ হলে উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রীগণ কর্তৃক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের **রামের সুমতি** অভিনীত হইবে। অভিনয়লব্ধ অর্থ মহকুমার এই একমাত্র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত কাম্য।

বিনীত—
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের
পরিচালকমণ্ডলী

হারাইয়াছে

রঘুনাথগঞ্জ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের ৩নং চাঁদা আদায়ের রসিদ (ক্রমিক নং ৫১—৭৫ পর্য্যন্ত) সদর রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে। যদি কেহ পাইয়া থাকেন পণ্ডিত-প্রেসে জমা দিলে বাধিত হইব।

শ্রীপরমেশ পান্ডে

এ কি খেলা ?

গত নভেম্বর মাসে আই, এস, এস, এ, জেলা সমিতি খেলায় দুর্নীতি নিবারণের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। জঙ্গিপুর মহকুমার কোন কোন স্কুল সে নিয়ম লঙ্ঘন করায় এমন কি অপর স্কুলের ছাত্রকে নিজের স্কুলের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করায় জঙ্গিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের আবেদন-ক্রমে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের সভায় খেলাগুলি বাতিল হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে মহাশয় এই সমিতির অন্যতর সম্পাদক। ইনি আবার 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। গত ৯ই সেপ্টেম্বরের 'ভারতী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে যে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল মহকুমা চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিয়াছে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ--

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত